R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস. কে. রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২১শে নভেম্বর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০.

হাসপাতালের চিকিৎসক প্রহৃত, নির্ব্বাচন প্রার্থী গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ, ২১ নভেম্বর—১৬ নভেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক সুব্রত দত্তকে প্রহারে ইন্ধন যোগানের অভিযোগে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি দলের প্রার্থী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস এবং পারটির কমরেড মৃণাল ব্যানারজিকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দু'জনেই জঙ্গিপুর আদালতের তরুণ আইনজীবী। তাঁদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং মুক্তিদানের দাবিতে গতকাল এবং আজ পারটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং অবস্থান চালানো হয়। ঘটনার বিবরণে পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, 'বিনা চিকিৎসায়' একজন রোগীর মৃত্যু সম্পর্কে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও মৃণাল ব্যানারজির নেতৃত্বে একদল এস ইউ সি সমর্থক ১৬ নভেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে খোঁজখবর নিতে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। ওই সময় ডাঃ সুব্রত দত্ত প্রহৃত হন বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়। এবং এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই দিনই উজ্জ্বল দাস নামে পারটির একজন ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করে। গতকাল গ্রেপ্তার করা হয় লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ও মৃণাল ব্যানারজিকে। পারটির পক্ষ থেকে পালটা অভিযোগে জানানো হয়েছে, হাসপাতালের চিকিৎসককে প্রহারের ঘটনার সঙ্গে পারটির কোন সম্পর্ক নাই। যিনি বা যাঁরা চিকিৎসককে প্রহার করেছেন, তিনি বা তাঁরা পারটির কেউ নন। উজ্জ্বল দাসকে হাসপাতালে আটকে রেখে মারধোর করা হয়। এমারজেনসি বিভাগ ছাড়া হাসপাতালের সমস্ত বিভাগের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে আট যুবককে উদ্ধার ও গ্রেপ্তার করে।

সুতীর গ্রামে খণ্ডযুদ্ধ, নিহত—২

অরঙ্গাবাদ, ১৯ নভেম্বর—গতকাল সুতী থানার বাউরিপুনি ও ওমরাপুরের মাঝে বাগডোগরা মাঠে প্রকাশ্য দিবালোকে দুই দলের মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা খণ্ডযুদ্ধ হয়। বন্দুকের গুলিতে উভয় পক্ষের একজন করে মোট দু'জন নিহত হন। পুলিশ সূত্রের খবরে জানা যায়, জমিতে ধান কাটার সময় কয়েকজন ভাগাদার এসে ধানের ভাগ দাবি করলে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে বন্দুক, লাঠি, বল্লম ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়। এক পক্ষের সমর্থক রাজিবুল্লা অপর পক্ষের তাঁর খুড়তুতো ভাই ওয়াজেদ আলির দলের ওপর গুলি চালান। ওয়াজেদ আলির ছেলে মোজাম্মেল সেখও তাঁর বন্দুক থেকে গুলি চালান। ফলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই সি পি এম-এর সমর্থক সামসেরগঞ্জ থানার দোগাছি গ্রামের মনসুর সেখ ও সুতী থানার বাউরিপুনি গ্রামের আর এস পি সমর্থক এলান সেখ নিহত হন। জখম হন উভয় পক্ষের ২৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখন পর্যন্ত একটি বন্দুক আটক করা হয়েছে এবং ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রামে পুলিশ চৌকি বসানো হয়েছে।

এস এস এ শীলড জিতল চুঁচুড়া বি এস এ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৮ নভেম্বর সাগরদীঘি স্পোরটস এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত নক্ আউট ফুটবল টুরনামেনটের ফাইনালে চুঁচুড়া বেঙ্গল স্পোরটস এ্যাসোসিয়েশন ৪—০ গোলে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের সপ্তম বাহিনীর আসানসোল শাখাকে হারিয়ে শীলড জয় করে। ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার লাভ করেন চুঁচুড়া বি এস এর নলিনাক্ষ রায় চৌধুরী। তিনি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের পুরস্কারও লাভ করেন। খেলা শেষে সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রধান শিক্ষক অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। ওই দিন জঙ্গিপুর কলেজ ময়দানে লায়নস ক্লাব পরিচালিত নক্ আউট ফুটবল টুরনামেনটের ফাইনালে রঘুনাথগঞ্জ অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাব ১--০ গোলে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা)

ডিজেল-কয়লা সঙ্কট

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভয়াবহ ডিজেল সঙ্কটে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। বহু বাস ও লরি চলাচলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রবি মরশুমের মুখে এই সঙ্কট রবিশস্য চাষীদের চিন্তায় ফেলেছে। পাম্পগুলি বন্ধ ও ধান ভানা কলগুলি অচল হওয়ার মুখে এসে পড়েছে। এই সুযোগে সুযোগ সন্ধানীর দল কালো-বাজারে উচ্চমূল্যে ডিজেল বিক্রী করতে শুরু করেছে। সঙ্কট মোকাবিলায়

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলেজে ইনজাংসন

জঙ্গিপুর, ২১ নভেম্বর—ছ'মাস আগে জঙ্গিপুর কলেজ গভরনিং বডিতে ভোটের মাধ্যমে জয়লাভ করে ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী, ভুবন মিশ্র ও অনুপকুমার ঘোষাল শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। তাঁরা দু'বার বডির মিটিং-এ যোগদানও করেন। কিন্তু হঠাৎ ডি পি আই ওই নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করে ২৯ নভেম্বর পুনরায় নির্বাচনের নির্দেশ দেন। শিক্ষক প্রতিনিধিরা ১৪ নভেম্বর জঙ্গিপুর প্রথম মুনসেফের

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দূরপাল্লার বাস কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারী

বহরমপুর ১৭ নভেম্বর—পলষণ্ডা থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত ৩৪নং জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল বর্তমানে নিরাপদ; তবে দূরপাল্লার বাসের ওপর এই সড়কে ছিনতাই-এর সম্ভাবনা রয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার সুলতান সিং। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে দূরপাল্লার বাস কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারী দিয়ে জানিয়ে

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গৌরী সেনের বাস !

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ নভেম্বর—আজ বিকেল তিনটে নাগাদ ডব্লু বি একস ১৮৮ বি নম্বরের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একটি নতুন বাসকে দেখা যায় উমরপুর থেকে বহু যাত্রী নিয়ে মালদা যেতে। বাসে কোন কনডাক্টর না থাকায় বাসচালক বাসে ওঠার আগেই যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করেন কোন টিকিট না দিয়েই। ওই টাকা নাকি সরকারী তহবিলে জমা পড়েনি। প্রশ্ন উঠেছে, তবে টাকাগুলো গেল কোথায় ?

'সাহেবের হুকুম !'

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর—সুতী থানার বাউরিপুনির সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে গিয়ে আজ একজন সাংবাদিক হাসপাতালে প্রহরারত সশস্ত্র পুলিশের একজন কনেসটবলের (নং জেড—৪২৫) কাছে বাধা পান। কনেসটবলটি সাংবাদিককে বলেন, ওই ঘটনার বিবরণ কাউকে জিজ্ঞেস করা চলবে না। যা জানবার সাহেবের কাছে জানুন—এটা সাহেবের হুকুম !

সৰ্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৬।

বঙ্গাল খেদা

আসামে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, যে-ভাবে বাঙ্গালী বিতাড়ণ শুরু হইয়াছে, তাহাতে আর যাহা হউক, কেন্দ্রীয় সরকার—যে সরকার তদারকী সরকার, তাহার ভাবমূর্তি মসীলিপ্ত হইয়াছে। রাজ্য পর্যায়ে ইহাতে করিবার কিছু নাই, শুধু প্রতিবাদ করা ছাড়া। রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী তাহার জন্য আসাম সরকারকে বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আসাম সরকারের নিষ্ক্রিয়তা অথবা বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাবের প্রতি সমর্থন যাহাই হউক, পরিস্থিতির তীব্রতা আনিয়া দিয়াছে। আসামে কোন বাঙ্গালী—সে ব্যবসায়ী, চাকুরিয়া যাহাই হউক, নিরাপদ নহে। পথ চলা পর্যন্ত দায় হইয়াছে। সন্ধ্যা বা রাত্রি দূরে থাক, দিবালোকেও লোকালয়ের বাহিরে যাইতে কেহ স্বস্তি পাইতেছে না।

ইতঃপূর্বে বঙ্গভাষী ও অসমীয়াভাষী বিষয়ে একবার অশান্তি বাধিয়াছিল। বর্তমান অশান্তি ভোটার সংক্রান্ত। আসামে বিদেশীর ভোটাধিকার থাকিবে না। বিদেশী বলিতে আসাম সরকার যাহাই ব্যাখ্যা করুন ব্যাখ্যার যে অপপ্রয়োগ, তাহা ত কেন্দ্রের দেখিবার বিষয়। কিন্তু ভোটার তালিকার ব্যাপারটি একটি বাজে অজুহাত ছাড়া আর কিছু নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গোয়েন্দা দপ্তর হইতে অশান্তির যে ইঙ্গিত পাঠান হইয়াছিল, তাহা চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। আগে হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে পরিস্থিতি এমন বিপদজনক হইত না এবং প্রাণহানিও ঘটিত না।

সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ হইয়া চলিল, আসাম রাজ্য সরকার উপযুক্ত মোকাবিলায় সমর্থ হইলেন না। কেন্দ্রীয় তদারকী সরকার তথাপি ফৌজী ব্যবস্থা লইলেন না বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না কেন? তবে কি কেন্দ্রীয় তদারকী সরকার নির্বাচনী তদারকীর জন্যই রহিয়াছেন? ভারতের রাষ্ট্রপতি এই মন্ত্রিসভাকে দেশের জনগণের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার কি ভার দেন নাই? আসামে বিদেশী বিতাড়ণের নামে যেভাবে বাঙ্গালী বিতাড়ণ ও নির্যাতন আরম্ভ হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তাহাতে যে ভূমিকা দেখা গিয়াছে, তাহা নূতন করিয়া এই সরকারের অপদার্থতার নজীর মিলিয়াছে।

আসামে বাঙ্গালীদের ব্যবসায় লাটে উঠিয়াছে, বাঙ্গালী চাকুরিয়া প্রাণ হাতে করিয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার কি বাঙ্গালীরা সবৈব নিশ্চিহ্ন হউক, তাহাই চাহেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এই অমানুষিক অত্যাচার আসামের মুখ্যমন্ত্রী বন্ধ করিতে পারিলেন না কেন? আর কেনই বা কেন্দ্রীয় সরকার আসাম রাজ্য সরকারের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন না? আসামের ছন্নছাড়া যে রাজনীতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার দায়ভাগ রাজ্য সরকারের উপর যেমন পড়িয়াছে, স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকারের উপরেও তেমনি আসিয়া পড়িয়াছে।

ডিজেল-কয়লা সঙ্কট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারের পক্ষ থেকে চাষীদের জন্য ৪০ শতাংশ, লরির জন্য ৩৫ শতাংশ, বাসের জন্য ১৫ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করে পারমিট প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে।

অপর দিকে কয়লা সঙ্কটও তীব্রতর হচ্ছে। কয়লার অভাবে আজিমগঞ্জ-নলহাটী শাখা লাইনে রবি, সোমবার একাধিক ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় রেলের কয়লা পাচার অব্যাহত আছে। যাত্রীরা একে প্রহসন বলে মনে করছেন।

এ ছাড়া কেরোসিন সঙ্কটে লেখাপড়া শিকেয় উঠেছে। তার উপর আছে লোডশেডিং। সব মিলিয়ে গ্রাম বাঙলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে।

এস এস এ শীল্ড জিতল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লালগোলা নেতাজী ক্লাবকে পরাজিত করে। অগ্নিফৌজের সঞ্জীব রায় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেন।

১৪ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লক স্পোরটস এ্যাসোসিয়েসনের সিনিয়ার ও জুনিয়ার বিভাগের ফুটবল ফাইনাল দুটি অনুষ্ঠিত হয় মিরজাপুর স্কুল ময়দানে। সিনিয়ার বিভাগে নতুনগঞ্জ বিবাদী ক্লাব ২—০ গোলে মিরজাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবকে এবং জুনিয়ার বিভাগে শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব ৩—০ গোলে মিরজাপুর নবভারত স্পোরটিং ক্লাবকে হারিয়ে জয়ী হয়।

বারমুডা ট্রাইঙ্গেল ও অতীতের আমরা

ঠাকুরদাস শর্ম্মা

এবার কয়েকটি প্রাচীন কাহিনী আলোচনা করা যাক। রামায়ণের কাহিনীতে রয়েছে লঙ্কার রাজা রাবণ লঙ্কাকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে এমন এক ব্যবস্থা করেছিলেন যার ফলে লঙ্কাভিমুখে গমনেচ্ছু যে কোন জীবকে আকর্ষিত করতো এক রাক্ষসী ও তার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হ'য়ে সেই জীবের ধ্বংস অনিবার্য্য হয়ে উঠতো। মহাবীর হনুমান লম্ফ প্রদানকালে আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত যেতে লাগলেন সেই রাক্ষসীর মুখ গহ্বর পানে। তিনি যখন জ্ঞাত হলেন এ রহস্য তখনই নিজদেহ অতি সংকুচিত করে প্রবিষ্ট হলেন রাক্ষসী মুখগহ্বরে কিন্তু পরক্ষণেই দেহ বিবর্দ্ধিত করে বিদীর্ণ করলেন তার কণ্ঠ এবং রাক্ষসীই বরণ করলো মৃত্যু। এ কাহিনী কি বারমুডা অঞ্চলের ডুবো-জাহাজ আকর্ষিত হওয়ার কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না?

দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগে সম্মুখস্ত বস্তু বা জীবকে ভস্ম করে অদৃশ্য করে দিতে পারতো ভস্মলোচন। কিন্তু বিপরীত শক্তি প্রয়োগে রামের হাতে ভস্ম হলো ভস্মলোচন নিজে। তাহলে শক্তি প্রয়োগে যে সম্মুখস্থ বস্তু বা জীবকে অদৃশ্য করা-ও সম্ভব এ ধারণা সে যুগের মানুষের চিন্তার মধ্যে ছিল মনে হয় না কি?

মহারাজ দশরথ শনিগ্রহে অভিযান করলেন তাঁর রথে। কিন্তু শনির নিকটস্থ হওয়া মাত্র তাঁর রথ বিকল হলো। তিনি মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান হয়ে নিম্নগতি প্রাপ্ত হলেন। এমন সময় পক্ষীরাজ জটায়ু দুপক্ষ বিস্তার করে তাকে ধারণ করে ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে। এ কাহিনীটি কি বারমুডা কাহিনীকেই মনে করিয়ে দেয় না?

অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্র ধনুকে শুধুমাত্র যোজনা করলেই সম্মুখস্থ সকল বস্তু অদৃশ্য হয়ে যেত, তাদের আর কোন অস্তিত্বই থাকতো না। এ কাহিনী কি আর এক বৃহৎ ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের ঘটনার প্রতিচ্ছবি মনে হয় না?

এবার কয়েকজন মহাপুরুষের অত্যাদ্ভুত অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা দিয়ে এ প্রবন্ধের ইতি টানছি। শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, নিত্যানন্দ, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি অনেকেই অলৌকিকভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন বলে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এবং এ রহস্যের আজও কোন সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। এ ঘটনাগুলোও বারমুডার ঘটনাবলীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এরূপ বহু কথা ও কাহিনী আমাদের পুরাণ কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেগুলি সংকলিত করতে পারলে দেখা যাবে বারমুডা ট্রাইঙ্গেলের অলৌকিক ঘটনাবলী বহু শতাব্দী ধরেই পৃথিবীর বুকে ঘটে আসছে এবং ভারতবর্ষেও ঘটেছে এবং এ সম্বন্ধে ভারতের মনীষীরাও রহস্যভেদের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা কতটা এ রহস্যের গ্রন্থি ভেদ করেছিলেন তার কোন নিদর্শন পাওয়া যেতেও হয়তো পারে। (শেষ)

কলেজে ইনজাংসন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আদালতে ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে রিট আবেদন করলে আদালত ওই নির্বাচনের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং ওই শিক্ষক প্রতিনিধিরা যাতে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সেই মর্মে অধ্যক্ষকে নির্দেশ দেন ও ডি পি আইকে ৮০ ধারা মতে নোটিশ জারি করেন।

বাস কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হয়েছে, তাঁরা যেন সময় পরিবর্তন করে দূরপাল্লার বাসগুলি চলাচলের ব্যবস্থা করেন। ছিনতাইকারীরা লরি ছিনতাই-এ ব্যর্থ হয়ে দূরপাল্লার বাসের ওপর হামলা করতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি জানান, ১৯৭৮ সালে জেলায় খুন হয়েছিল ৫৩টি। ১৯৭৯ সালের অকটোবর পর্যন্ত খুন হয়েছে ৬৬টি। সম্প্রতি একটি মেয়েকে বাঙলাদেশের লোক ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে বাঙলাদেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৮

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

নেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

প্রয়োজন

ফুলসহরী মিলন সমিতি, পোঃ রমনা-সেখদীঘি, মুর্শিদাবাদের জন্য একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন পিওন প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা যথাক্রমে (অন্ততঃ পক্ষে) স্কুল ফাইনাল/উচ্চ মাধ্যমিক এবং অষ্টম শ্রেণী পাস। ৪/১২/৭৯ এর মধ্যে আবেদন করুন।

আহ্বায়ক,
গ্রন্থাগার সম্পাদক

এ পক্ষের চাষবাস

১লা—১৫ই অগ্রহায়ণ

ধান ঃ

সারা পক্ষ ধরেই বোরো ধানের চারা তৈরীর জন্য বীজ ফেলার কাজ চলবে। সেচের সুবিধা অনুযায়ী জমি নির্বাচন করে, আগের পক্ষে জানানো পদ্ধতি অনুসারে বীজতলা তৈরী করুন। বীজতলায় রোগের আক্রমণ কমানোর জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হিসাবে ম্যাঙ্গোজেব (যেমন ডাইথেন এম-৪৫) বা জিনেব (যেমন ডাইথেন জেড্ ৭৮) বা ১ গ্রাম ফলটন (যেমন ডাই-ফোলাটান) মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গম ঃ

এ পক্ষটি সোনালিকা, ইউ, পি ২৬২ ও জনক জাতের গম বোনার উপযুক্ত সময়। প্রতি একরে বীজ লাগবে ৪০-৪৫ কেজি। বোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম থাইরাম বা মিথাইল মার্কিউরিক ক্লোরাইড (এগ্রোসান জি-এন ইত্যাদি) বা ফিনাইল মার্কিউরিক এ্যাসিটেট (যেমন সেরেসান) বা ম্যাঙ্কোজেব (যেমন ডাইথেন এম-৪৫) মিশিয়ে বীজ শোধন করে বীজ বুনুন। জমি তৈরীর সময় সেচ এলাকায় প্রতি একরে সার দেবেন নাইট্রোজেন ২০ কেজি, ফস্‌ফেট ২০ কেজি এবং পটাশ ২০ কেজি। এই পরিমাণ সার না দিতে পারলে একরে অন্ততঃ ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফস্‌ফেট ও ১২ কেজি পটাশ দেওয়া একান্ত দরকার। বীজ বোনার সময় মাটিতে যেন যথেষ্ট রস থাকে। আগের পক্ষে বোনা গমের ক্ষেতে ২১ দিনের মাথায় একরে ২০ কেজি, নিদেনপক্ষে ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিয়ে সেচ দিন।

আলু ঃ

এ পক্ষের মধ্যেই আলু বসানোর কাজ শেষ করুন। ভাল জাত, বীজ শোধন ও সারের মাত্রা জানার জন্য আগের দু'টি পক্ষের বিজ্ঞাপন দেখুন। আগে লাগানো আলুর ক্ষেতে বীজ বসানোর ৩-৪ সপ্তাহ পরে একরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন।

সর্ষে ঃ

বীজ বোনার ১৫ দিন পরে নিড়েন দিয়ে গাছ পাতলা করে দিন এবং টোরি সর্ষের ক্ষেতে বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে এবং রাই-এর ক্ষেতে ৫ সপ্তাহ পরে একরে যথাক্রমে ৮ কেজি ও ১০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিন।

শাক-সব্জী ঃ

সারা পক্ষ ধরে নাবিজাতের ফুলকপি ও বাঁধাকপি এবং অন্যান্য শীতকালীন সব্জীর চারা বা বীজ লাগাতে পারেন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

naa/

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক (প্রাঃ শিক্ষা)
মুর্শিদাবাদ
বিজ্ঞপ্তি

বিভিন্ন ষ্টেশনারী দোকান মালিকের নিকট হইতে শীলমোহর অঙ্কিত থামে ষ্টেশনারী জিনিসপত্র ক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। জিনিসের বিশদ বিবরণ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) মহোদয়ের আফিসে ২২/১১/৭৯ তারিখ হইতে ৩০/১১/৭৯ বেলা ১১টা হইতে ৫টা পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ১০/১২/৭৯। দরপত্রের সহিত আয়করের ও বিক্রয় করের নথিপত্র দাখিল করিতে হইবে। দরপত্র গৃহীত হওয়ার পর সমস্ত জিনিসপত্রের মোট মূল্যের শতকরা ২½% হারে সিকিউরিটি মানি ন্যাশন্যাল সেভিংস সার্টিফিকেটে জমা দিতে হইবে এবং প্রতিটি মালের নমুনা সরবরাহ করিতে হইবে।

স্বাঃ সরোজকুমার ঘোষ
জেলা বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক (প্রাঃ শিক্ষা)
২০/১১/৭৯ মুর্শিদাবাদ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সুতী ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বংশবাটী, আহিরণ, বহুতালী, হারুয়া, সাদিকপুর ও নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত-সমূহের অধিবাসিগণের নিকট হইতে উক্ত পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একজন করিয়া অস্থায়ী জব এ্যাসিষ্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইবে তাহার জন্য ও নির্বাচন কমিটির বিবেচনার নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। দরখাস্তকারীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে।

২। দরখাস্তকারীকে অবশ্যই মাধ্যমিক অথবা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

৩। দরখাস্তকারীর বয়স দরখাস্ত করার তারিখে অবশ্যই ১৮ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে। তপশিলী জাতি/উপ-জাতির ক্ষেত্রে উক্ত বয়সসীমা ৫ বৎসর পর্যান্ত বর্ধিত হইবে।

৪। দরখাস্তকারী কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য প্রার্থী হইতে চান তাহা দরখাস্তে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং কোন দরখাস্তকারী একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

৫। দরখাস্তকারীর নাম অবশ্যই স্থানীয় কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রের অন্তর্ভূক্ত হওয়া চাই এবং কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রের বর্তমান নম্বর দরখাস্তে উল্লিখিত হওয়া চাই।

৬। সাইকেল চালাইতে জানা প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৭। দরখাস্তকারী যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসী সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নিকট হইতে বাসিন্দা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া প্রমাণস্বরূপ দরখাস্তের সহিত অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

দরখাস্তে বা অন্য কোনভাবে কোন প্রার্থীর পক্ষে সুপারিশ বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিলে সেই প্রার্থীর প্রার্থীপদ বাতিল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৯। উক্ত কাজের ধরন হইতেছে প্রকল্পের কাজের মাটির মাপের হিসাব রক্ষা ও আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি।

১০। সাদা কাগজে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, তপশিলী জাতি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া সার্টিফিকেটের গেজেটেড অফিসার বা এম এল এ কর্তৃক প্রত্যয়িত নকলসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ১১-১২-৭৯ তারিখে বেলা ৩ টার মধ্যে তাহার অফিসে দরখাস্ত পৌঁছাইতে হইবে। ইহার সহিত সংযুক্ত Annexture—'A' এর দর্শিত মতে অবিকল দরখাস্ত না করিলে দরখাস্ত বাতিল হইবে। নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের পর প্রাপ্ত দরখাস্ত বা অসম্পূর্ন দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হইবে।

১১। 'বহুতালী' গ্রাম প্রঞ্চায়েতের পদটি তপশিল জাতির জন্য সংরক্ষিত।

১২। উক্ত পদের বেতনহার ১৬০-৩-২১৪-৪-২৫০ ও তৎসহ ভাতা ও বর্ধিত বেতন যাহা গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তারিখ ১৬-১১-১৯৭৯

স্বাঃ বিভূতিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
বি ডি ও সুতী ১ নং ব্লক
গ্রাম ও পোঃ আহিরণ
জেলা মুর্শিদাবাদ

Annexture—'A'

১। নাম—

২। পিতার নাম—

৩। ঠিকানা—

৪। বয়স—

(ক) জন্ম তারিখ—

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা—

৬। Employment Exchange-এ আবেদনকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত আছে কি না?

(ক) না অথবা হাঁ লিখিয়া উত্তর দিন।

(খ) অন্তর্ভুক্ত থাকিলে রেজিষ্ট্রি নং, NCO NO. এবং নবীকরণের তাং উল্লেখ করিতে হইবে।

৭। আপনি কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বিবেচিত হইতে ইচ্ছুক—

৮। আপনি কি সাইকেল চালাইতে সক্ষম?

৯। আপনি কি—

(ক) তপসিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত?

(খ) তপসিলী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত?

১০। আপনি কি আপনার দরখাস্তের সহিত নিম্নলিখিত প্রামাণিক পত্রগুলি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন?

(ক) মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষা সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল।
—হাঁ/না—

(খ) তপসিলী জাতি/উপজাতির অন্তর্ভুক্তি পত্রের প্রত্যয়িত নকল।
—হাঁ/না—

(গ) আপনার এলাকার প্রধানের নিকট হইতে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে বাস করার প্রমাণপত্র।
—হাঁ/না—

১১। আবেদনকারীর স্বাক্ষর—

আবেদন করার তারিখ—

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির এলাকাধীন নিম্নলিখিত মোট ১১ (এগার)টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটির অধীনে একজন করিয়া 'কার্য্য সহায়ক' (Job Assistant) নিয়োগ করা হইবে। উক্ত পদে নিয়োগের নিমিত্ত প্রতিটি পদ পিছু দুইজনের নামের প্যানেল তৈয়ারী করিবার জন্য সাগরদীঘি থানার অধিবাসী, যোগ্য প্রার্থীগণের নিকট হইতে নির্ব্বাচন কমিটির বিবেচনার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের নাম : ১) বোখারা—১নং, ২) বোখারা—২নং, ৩) সাগরদীঘি, ৪) বারালা, ৫) গোবর্দ্ধনডাঙ্গা, ৬) পাটকেলডাঙ্গা, ৭) কাবিলপুর, ৮) বালিয়া, ৯) মনিগ্রাম, ১০) মোড়গ্রাম ১১) বন্ধেশ্বর।

৩নং ক্রমিকে উল্লিখিত সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের শূন্য পদটি তপশিলী জাতি (Scheduled Caste) ও ৮নং ক্রমিকে উল্লিখিত বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শূন্য পদটি তপশিলী উপজাতি (Schedule d Tribes) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত।

নিম্নলিখিত শর্তাধীনে প্রার্থীগণকে সাদা কাগজে যোগ্যতাবলী এবং বয়স উল্লেখপূর্ব্বক অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদনপত্র নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে অফিস চলাকালীন সময় মধ্যে যে কোন কাজের দিন নিজে অথবা ডাকযোগে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় আগামী ৭-১২-৭৯ তারিখ মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হইবে। উক্ত তারিখের পরে প্রাপ্ত কোন আবেদনপত্র বিবেচনার জন্য গৃহীত হইবে না। ইহার সহিত সংযুক্ত Annexture—'A' এর দর্শিত মতে অবিকল দরখাস্ত না করিলে দরখাস্ত বাতিল হইবে।

প্রার্থী কোন্ গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য আবেদন করিতেছেন তাহা পরিষ্কারভাবে দরখাস্তের উপরে লিখিয়া দিতে হইবে এবং খামের উপরে 'জব এ্যাসিষ্ট্যান্ট পদের জন্য আবেদনপত্র' এই কথাগুলি উল্লেখ করিতে হইবে।

বেতনক্রম : ১৬০-৩-২১৪-৪-২৫০ ও তৎসহ গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবগণকে প্রদেয় ভাতাদি এবং এড-হক্ বর্দ্ধিত বেতন।

কাজের প্রকৃতি : গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়মিত কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন প্রতিটি প্রকল্পের মাটির কাজ পরীক্ষা, নথীভূক্তকরণ, পরিমাপ বহিতে (M. B.) হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি।

যোগ্যতাবলী : ১) প্রার্থীগণকে অবশ্যই মাধ্যমিক/স্কুল ফাইনাল বা সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

২। প্রার্থীর বয়স ১-১২-৭৯ তারিখে অবশ্যই ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই এবং অনূর্দ্ধ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর হওয়া চাই। একমাত্র তপশীল জাতি/উপজাতি এবং পার্ব্বত্য জাতির ক্ষেত্রে উক্ত বয়সসীমা ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে।

৩। প্রার্থীগণকে দরখাস্তে কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম অন্তর্ভুক্তির নম্বর উল্লেখ অতি অবশ্যই করিতে হইবে (ইতিমধ্যে নাম কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত না হইয়া থাকিলে প্রার্থীগণ আবেদন করিবার পূর্ব্বে নাম নথিভুক্ত করাইয়া নম্বর উল্লেখ করিবেন)।

৪। একজন প্রার্থী মাত্র একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য আবেদন তাহা সুস্পষ্টভাবে দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে। একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল এবং নিজ নিজ এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নিকট হইতে বাসিন্দা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া তাহা আবেদনপত্রের সহিত অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

৬। সাইকেল চালাইতে পটু প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইতে পারে।

৭। নির্ব্বাচন কমিটি কর্তৃক প্রার্থীপদে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীগণকে নির্দ্দিষ্ট দিনে যথা সময়ে এবং যথাস্থানে লিখিত নির্দ্দেশপত্রের ভিত্তিতে লিখিত পরীক্ষার জন্য অবশ্যই উপস্থিত হইতে হইবে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীগণকে পরবর্তী নির্দ্দেশপত্রের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য উপস্থিত থাকিতে হইবে।

স্বাঃ সুনীল চ্যাটার্জী
বি ডি ও, সাগরদীঘি
আহ্বায়ক, সাগরদীঘি ব্লক পর্য্যায় নির্ব্বাচন কমিটি
.পোঃ সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ

Annexture—'A'

১। নাম—

২। পিতার নাম—

৩। ঠিকানা—

৪। বয়স—

(ক) জন্ম তারিখ—

৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা—

৬। Employment Exchange-এ আবেদনকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত আছে কি না?

(ক) না অথবা হাঁা লিখিয়া উত্তর দিন।

(খ) অন্তর্ভুক্ত থাকিলে রেজিষ্ট্রি নং, NCO NO. এবং নবীকরণের তাং উল্লেখ করিতে হইবে।

৭। আপনি কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বিবেচিত হইতে ইচ্ছুক—

৮। আপনি কি সাইকেল চালাইতে সক্ষম?

৯। আপনি কি—

(ক) তপসিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত?

(খ) তপসিলী উপজাতির অন্তর্ভুক্ত?

১০। আপনি কি আপনার দরখাস্তের সহিত নিম্নলিখিত প্রামাণিক পত্রগুলি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন?

(ক) মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষা সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল!

—হাঁা/না—

(খ) তপসিলী জাতি/উপজাতির অন্তর্ভুক্তি পত্রের প্রত্যয়িত নকল!

—হাঁা/না—

(গ) আপনার এলাকার প্রধানের নিকট হইতে ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে বাস করার প্রমাণপত্র!

—হাঁা/না—

১১। আবেদনকারীর স্বাক্ষর—

আবেদন করার তারিখ—